রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০১২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২/০৯ আশ্বিন, ১৪১৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২/০৯ আশ্বিন, ১৪১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১২ সনের ৩৯ নং আইন

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।— (১) এই আইন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।— অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ত) ও দফা (থ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ত) ও দফা (থ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ত) "ক তফসিল" অর্থ এই ধারার দফা (ঞ) তে বর্ণিত সম্পত্তি;

(থ) "খ তফসিল" অর্থ এই ধারার দফা (ক) তে বর্ণিত সম্পত্তি এবং কোন তালিকামূলে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে বা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বা চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত জরিপে অর্পিত অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে রেকর্ডভুক্ত হইয়াছে কিন্তু 'ক' তফসিলের অন্তর্ভুক্ত নয় এইরূপ সম্পত্তি; " এবং

(খ) দফা (থ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (দ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(দ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের অধীন সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশিত 'ক' ও 'খ' তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি তালিকা।"।

৩। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "মৌজা ভিত্তিক" শব্দের পর "উপজেলা বা থানা বা" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর প্রান্তস্থিত দাড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৩০০(তিন শত) দিনের মধ্যে তালিকা প্রস্তত করিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা সম্ভব না হইলে, সরকার সুনির্দিষ্ট কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে তালিকা প্রস্তত করিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করিবে।"।

৪। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ক এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৯ক এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "১২০ (একশত বিশ" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৩০০ (তিনশত)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর ঃ—

(অ) "১২০(এক বিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৩০০(তিনশত)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) "মতামত ও সুপারিশসমূহ" শব্দগুলির পরিবর্তে "সিদ্ধান্ত" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;শব্দগুলির পরিবর্তে "৩০০(তিনশত)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

"তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৩০০(তিনশত) দিনের মধ্যে আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হইলে, জেলা কমিটি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং তৎসম্পর্কে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে ঃ

আরও তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত বর্ধিত ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেও যদি আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে জেলা কমিটি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য সর্বশেষ আরো ৬০(ষাট) দিন সময় বর্ধিত করিতে পারিবে এবং এইরূপ সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।"।

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) জেলা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবেন।"।

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "মতামত/সুপারিশ" শব্দগুলি ও চিহ্নের পরিবর্তে "সিদ্ধান্ত" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৫) এর ঃ—

(অ) "১২০(এক বিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৩০০(তিনশত)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) প্রান্তস্থিত দাড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ

শব্দগুলির পরিবর্তে "৩০০(তিনশত)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

"তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৩০০(তিনশত) দিনের মধ্যে আবেদনসমূহ শুনানীপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হইলে, কেন্দ্রীয় কমিটি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে আবেদনসমূহ শুনানীপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং তৎসম্পর্কে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে ঃ

আরও তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত বর্ধিত ৬০(ষাট) দিনের মধ্যেও যদি আবেদনসমূহ শুনানীপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় কমিটি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আবেদনসমূহ শুনানীপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য সর্বশেষ আরো ৩০(ত্রিশ) দিন সময় বর্ধিত করিতে পারিবে এবং এইরূপ সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।"।

(চ) উপ-ধারা (৬) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৭) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(৭) ধারা ৬ এ উল্লিখিত কোন সম্পত্তি খ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট স্বার্থবান ব্যক্তি জেলা কমিটি বা ট্রাইব্যুনালের নিকট উক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির জন্য তাহার দাবির সমর্থনে সকল কাগজপত্র আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিয়া উক্তরূপ অন্তর্ভুক্তির ৩০০(তিনশত) দিনের মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন।"

৫। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ১০ এর—

(ক) উপান্তটীকায় "প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দটির পরিবর্তে "অর্পিত" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ঃ—

(অ) "প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দটির পরিবর্তে "ধারা ৯ এর অধীন গেজেটে প্রকাশিত ক তফসিলভুক্ত অর্পিত" শব্দগুলি ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) "১২০(এক বিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৩০০(তিনশত)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৭) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৭) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৭) এই আইনের অধীনে কোন আবেদন প্রাপ্তির ৩০০(তিনশত) দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল উহার রায় প্রদান করিবে ঃ

"তবে শর্ত থাকে যে, কোন অনিবার্য কারণে উক্ত মেয়াদেও মধ্যে কোন আবেদন নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, ট্রাইব্যুনাল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করিতে পারিবে এবং তৎসম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

আরো তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত বর্ধিত সময়ের মধ্যেও যদি যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে কোন আবেদন নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আবেদনটি নিষ্পত্তির জন্য সর্বশেষ আরো ৩০(ত্রিশ) দিন সময় বর্ধিত করিতে পারিবে এবং এইরূপ সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।"।

(ঘ) উপ-ধারা (১০) এর—

(অ) দফা (ক) তে উল্লিখিত "৭ (সাত) সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৩০(ত্রিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ এবং "১৫ (পনের)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৩০(ত্রিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) দফা (খ) তে উল্লিখিত "১৫ (পনের)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৩০(ত্রিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "১৮০ (একশত আশি)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৩০০(তিনশত)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ১৭ এর দফা (ক) তে উল্লিখিত "ধারা ১০ এর" শব্দ ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে "ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ১০ এর" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৮ এর—**

(ক) উপ-ধারা (২) এর —

(অ) দফা (ক) তে উল্লিখিত "ধারা ১০" শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে "ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ১০" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বান্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

(আ) দফা (গ) তে উল্লিখিত "ধারা ১০(৩)" এর পরিবর্তে "ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ১০(৩)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বান্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৫) আপীল ট্রাইব্যুনাল উভয় পক্ষকে শুনানীর সুযোগ প্রদানপূর্বক আপীল দায়েরের ৩০০(তিনশত) দিনের মধ্যে উহার রায় প্রদান করিবে ঃ

"তবে শর্ত থাকে যে, কোন অনিবার্য কারণে উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোন আপীল নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, আপীল ট্রাইব্যুনাল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করিতে পারিবে এবং তৎসম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

আরো তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত বর্ধিত সময়ের মধ্যেও যদি যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে কোন আপীল নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আবেদনটি নিষ্পত্তির জন্য সর্বশেষ আরো ৩০(ত্রিশ) দিন সময় বর্ধিত করিতে পারিবে এবং এইরূপ সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।"।

৯। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "ধারা ১০" শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে "ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ১০ এর" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) এই আইনের অধীন আবেদনের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করা না হইলে বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল দায়ের করা না হইলে বা আপীলে দাবী প্রমাণিত না হইলে সংশ্লিষ্ট অর্পিত সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে।"।

১১। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর—

(ক) দফা (ক) এ উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল" শব্দের পূর্বে "জেলা কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি," শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "ইচ্ছাকৃতভাবে" শব্দের পর "জেলা কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি," শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(গ) দফা (গ) তে উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল" শব্দের পর "জেলা কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি," শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১২। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১২ (২০১২ সনের ০৭ নং অধ্যাদেশ) এতদ্‌দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোন কার্যক্রম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ভীম চরণ রায়
অতিরিক্ত সচিব (এইচআর)।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd